দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২4 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

সুজানগরের সরকারি স্কুলে ১৬ শিক্ষার্থীর জন্য ৪ শিক্ষক!

■ সুজানগর (পাবনা) সংবাদদাতা

মাত্র ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে চলছে পাবনার সুজানগরের সাতবাড়ীয়া ইউনিয়নের সিংহনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর এই ১৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য সেখানে কর্মরত রয়েছেন ৪ জন শিক্ষক।

১৯৩০ সালে পদ্মা নদীর অদূরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে ৩৩ শতাংশ জমির ওপর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়া (পাঠ্যক্রম এলাকা) উক্ত সিংহনগর গ্রাম ছিল অত্যন্ত জনবহুল। এ সময় শিক্ষার্থীর ব্যাপক উপস্থিতির কারণে চার পদের ওই বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে হিমশিম খেতে হতো। কিন্তু ২০০৩ সালে প্রথম দফা এবং পরে আরো দুই দফা পদ্মার ভাঙ্গনের মুখে পড়ে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়াসহ বিদ্যালয়ের একমাত্র টিনশেড ভবন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এরপর এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পদ্মা নদীর পাশে সিংহনগর মৌজায় মুন্না খাঁর জমিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনের ঘর তুলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নদীগর্ভে হারিয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী মিলছে না। বিশেষ করে পাশেই হরিরামপুর, ভাটপাড়া, কন্দর্পপুর ও শ্যামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকায় সিংহনগর গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ওই সকল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। কেবল ওই বিদ্যালয়ের একদম নিকটবর্তী বাড়ির ১৫/১৬ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিসহ বিভিন্ন শ্রেণিতে সেখানে লেখাপড়া করছে। তাছাড়া বিদ্যালয়টিতে শ্রেণি কক্ষের সংকট রয়েছে। শ্রেণি কক্ষের সংকটের কারণে বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক অফিস কক্ষসহ অপর কক্ষে ওই ১৬ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করান।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান জানান, ১৫/১৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি সরকারি বিদ্যালয় চলতে পারে না। সে কারণে তথ্য গোপন না করে মাসিক রিটার্ন মিটিংয়ে বিদ্যালয়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মকবুল হোসেন মৃধা জানান, মাত্র ১৫/১৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য চারজন শিক্ষক কর্মরত থাকতে পারে না। সরকার বিদ্যালয়টি অন্যত্র স্থানান্তর না করে শুধু শুধু চারজন শিক্ষককে প্রতিমাসে বেতন ভাতা দিচ্ছেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকারি নিয়ম-নীতির বাধ্যবাধকতার কারণে বিদ্যালয় বিলুপ্ত ঘোষণা কিংবা অন্যত্র স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না।